রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদে ভারতের পাশে ইউরোপের চার দেশ

দিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর— রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদের দাবিতে ভারতের পাশে দাঁড়াল ইউরোপের চার দেশ। পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া এবং চেক প্রজাতন্ত্র— ইউরোপের ভি-৪ গোষ্ঠীর এই চার দেশই নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের ৮১তম সাধারণসভার অধিবেশনের ফাঁকে নিউ ইয়র্কে আয়োজিত প্রথম 'ভি-৪ প্লাস ভারত' বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে এই সমর্থন সামনে আসে। বৈঠকে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া এবং চেক প্রজাতন্ত্রের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বৈঠকের পরে স্লোভাকিয়ার বিদেশমন্ত্রী জুরাজ ব্লানার জানান, বিশ্ব দক্ষিণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের উদীয়মান শক্তি হিসেবে ভারতের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়া উচিত। এই বিষয়ে চার ভি-৪ দেশই একমত বলেও জানান তিনি।নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের পাশাপাশি বৈঠকে ভারত ও ভি-৪ দেশগুলির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, গবেষণা, শিক্ষা, উদ্ভাবন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও শক্তিশালী করা এবং নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি নিয়েও আলোচনা হয়েছে।ভবিষ্যতে বিদেশমন্ত্রীদের নিয়মিত বৈঠক আয়োজনের পাশাপাশি বার্ষিক বাণিজ্য সম্মেলন করার বিষয়েও ঐকমত্য হয়েছে। এর মাধ্যমে ভারত ও মধ্য ইউরোপের চার দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ আরও বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ এবং গবেষণার সুযোগ তৈরির বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।রাষ্ট্রসংঘের সাধারণসভায় বক্তব্য রাখার সময় জয়শংকর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্য দ্রুত বদলাচ্ছে। গত কয়েক দশকে এই পরিবর্তন ধীরে ধীরে এগোলেও বর্তমানে তীব্র প্রতিযোগিতা, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং বিভিন্ন সংঘাত সেই পরিবর্তনকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করার প্রয়োজন রয়েছে।বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যৎ মহামারির প্রস্তুতির মতো বিষয়গুলিতে দেশগুলিকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান বিদেশমন্ত্রী। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় এখনও পর্যন্ত যে অগ্রগতি হয়েছে, তা বিভিন্ন দেশের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল।বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশ রয়েছে—আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। এছাড়া ১০টি অস্থায়ী সদস্য দেশ নির্দিষ্ট মেয়াদে পরিষদের অংশ হয়। ভারত দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তা পরিষদকে আরও প্রতিনিধিত্বশীল করার দাবি জানিয়ে আসছে। দিল্লির বক্তব্য, বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতার সঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামোরও পরিবর্তন প্রয়োজন।তবে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ সম্প্রসারণের জন্য রাষ্ট্রসংঘের সনদ সংশোধন করতে হয়। সেই প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ঐকমত্য প্রয়োজন। ফলে চার ইউরোপীয় দেশের সমর্থন ভারতের দাবির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হলেও স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার প্রক্রিয়াটি এখনও দীর্ঘ কূটনৈতিক আলোচনার বিষয়। ভি-৪ দেশগুলির প্রকাশ্য সমর্থন অবশ্য ভারতের নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কারের প্রচেষ্টাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি করেছে।

ইউরোপের ৪ দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে বাংলার জয়জয়কার

মীনাক্ষী ভট্টাচার্য, দিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর— ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের মঞ্চে ফের উজ্জ্বল বাংলা সিনেমা। পরিচালক অঞ্জন দত্তের 'চালচিত্র এখন' সেরা বাংলা ছবির জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। পাশাপাশি সৌরভ পালোধির 'অঙ্ক কী কঠিন' ছবির তিন শিশুশিল্পী ঋদ্ধিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, তপোময় দেব এবং গীতশ্রী চক্রবর্তী যুগ্ম ভাবে সেরা শিশুশিল্পীর পুরস্কার পেয়েছেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন বিজয়ীরা।

গুজরাতের একতা নগরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করা হয়। 'চালচিত্র এখন'-এর জন্য পরিচালক অঞ্জন দত্তের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রাষ্ট্রপতি। একই সঙ্গে 'অঙ্ক কী কঠিন'-এর তিন শিশুশিল্পীও সম্মানিত হন। বাংলার ছবির একাধিক বিভাগে এই সাফল্য বাংলা চলচ্চিত্র জগতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

১৯৫৪ সালে চালু হওয়া জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ভারতের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র সম্মান। ফিচার ও নন-ফিচার ছবি ছাড়াও অভিনয়, পরিচালনা, চিত্রনাট্য এবং বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে সেরাদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

এ বছরের পুরস্কারে সেরা অভিনেত্রীর সম্মান পেয়েছেন ইয়ামি গৌতম। 'আর্টিকেল ৩৭০' ছবির জন্য এই পুরস্কার তাঁর হাতে উঠেছে। সেরা অভিনেতার পুরস্কার যৌথ ভাবে পেয়েছেন মাম্মুট্টি ও কার্তিক আরিয়ান—'ব্রহ্মযুগম' এবং 'চন্দু চ্যাম্পিয়ন'-এর জন্য। 'আর্টিকেল ৩৭০' সেরা পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবির পুরস্কারও পেয়েছে।

'আমরান' ছবির জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন রাজকুমার পেরিয়াসামি। 'স্বতন্ত্র বীর সাভারকর' ছবির জন্য সেরা নবাগত পরিচালক হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন রণদীপ হুডা। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব পুরস্কারপ্রাপকদের অভিনন্দন জানান এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত প্রযুক্তিবিদ ও পর্দার আড়ালে থাকা কর্মীদের অবদানের প্রশংসা করেন।

টানা তিন দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর— সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে টানা তিন দিন ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠনগুলি। ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে এই ধর্মঘট হওয়ার কথা। সপ্তাহান্তের ছুটি ধরলে টানা প্রায় পাঁচ দিন ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ফলে সাধারণ গ্রাহক থেকে ব্যবসায়ী—সকলেরই সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মাসের শেষ দিকে কর্মীদের বেতন জমা, বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন এবং ব্যাঙ্কের অর্ধবার্ষিক হিসাব-নিকাশের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে। সেই সময়েই ধর্মঘট হলে পরিষেবায় চাপ তৈরি হতে পারে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকও প্রস্তুতি শুরু করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে ধর্মঘটের সময় জরুরি পরিষেবা কী ভাবে সচল রাখা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা।এদিকে প্রধান শ্রম কমিশনারের উদ্যোগে মঙ্গলবার ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে বৈঠক হয়েছে। ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য ইউনিয়নগুলিকে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে আসার অনুরোধ করা হয়েছে। তবে কর্মচারী সংগঠনগুলির দাবি, আপাতত ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে কোনও পরিবর্তন হয়নি।

স্কুলেই ছাত্রী হেনস্থার অভিযোগে প্রধান শিক্ষক গ্রেপ্তার

পাটনা, ২২ সেপ্টেম্বর— জামুইয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় কিশোরীকে হেনস্থার ঘটনা ঘিরে যখন বিহারে তোলপাড়, তখনই সামনে এল নওয়াদার আরও এক অভিযোগ। এবার অভিযোগের কেন্দ্রে একটি সরকারি স্কুলের প্রধানশিক্ষক। ছাত্রীদের অভিযোগ, স্কুলের শৌচাগারে ঢুকে তাঁদের অশালীনভাবে স্পর্শ করতেন প্রধানশিক্ষক। তাঁদের জোর করে কোলে বসানোরও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় পকসো আইনে ৫২ বছরের ওই প্রধানশিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কংগ্রেস নেতা পবন খেরার সমাজমাধ্যমে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে কয়েকজন ছাত্রীকে কাঁদতে দেখা গিয়েছে। এক ছাত্রীর অভিযোগ, পরীক্ষার সময় উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্র জমা দিতে প্রধানশিক্ষকের ঘরে গেলে সেখানেও তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করা হয়। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর গত ১৮ সেপ্টেম্বর স্কুল চত্বরেই বিক্ষোভে নামেন পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। রাজ্য মহিলা কমিশনও ঘটনার বিষয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছে।

বন্দে মাতরম না গাইলেও ফৌজদারি মামলা নয় : সুপ্রিম কোর্ট

দিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর— নিজের বিবেক বা ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কেউ 'বন্দে মাতরম্'-এর একটি বা সব ক'টি স্তবক না গাইলেই তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা উচিত নয়। মঙ্গলবার এমনই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল সুপ্রিম কোর্ট। ১৯৮৬ সালের 'বিজো ইমানুয়েল' মামলায় জাতীয় সঙ্গীত না গাওয়ার ক্ষেত্রে আদালত আগে যে কথা জানিয়েছিল, 'বন্দে মাতরম'-এর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ।

কর্ণাটকের সঙ্গীতশিল্পী টিএম কৃষ্ণের করা মামলার শুনানিতে এই মন্তব্য করেছে আদালত। ২০২৬ সালে সংশোধিত জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ আইনের ৩ নম্বর ধারাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন কৃষ্ণ। একই সঙ্গে সরকারি, আনুষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'বন্দে মাতরম'-এর সম্পূর্ণ ছয়টি স্তবক গাওয়ার কেন্দ্রীয় নির্দেশকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন তিনি। কৃষ্ণের বক্তব্য, শেষ চারটি স্তবকে হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখ রয়েছে। তাই সম্পূর্ণ গান গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হলে তা ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিবেকের স্বাধীনতার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছে, 'বন্দে মাতরম' জাতীয় গান কি না, তা নিয়ে আদালত সিদ্ধান্ত দিতে যাচ্ছে না। মূল প্রশ্ন হল, কেউ নিজের বিবেকের কারণে গানটির একটি বা সব স্তবক গাইতে না চাইলে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে কি না। বিচারপতি বাগচী বলেন, 'বিজো ইমানুয়েল' মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যে নীতি জানিয়েছিল, সেটি এখনও বহাল রয়েছে। সেই নীতি অনুযায়ী, ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে জাতীয় সঙ্গীত না গাওয়া তিন স্কুলছাত্রকে শাস্তি দেওয়া যায়নি।

১৯৮৬ সালের রায়টি তিনজন স্কুলছাত্রকে নিয়ে ছিল। তারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে জাতীয় সঙ্গীত গায়নি। তবে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর সময় তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, তাদের এই আচরণ অসম্মানজনক ছিল না এবং তাদের নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আদালত রক্ষা করেছিল।

২০২৬ সালের সংশোধিত আইনে জাতীয় সঙ্গীত বা জাতীয় গান গাইতে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দেওয়া, কিংবা 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার সময় আয়োজিত সমাবেশে বাধা দেওয়া অপরাধ হিসেবে ধরা হয়েছে। এর জন্য সর্বোচ্চ তিন বছর জেল, জরিমানা বা দু'টিই হতে পারে। কৃষ্ণের বক্তব্য, এক দিকে আইনে গানটি নিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, অন্য দিকে ছয়টি স্তবক গাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই দুটো একসঙ্গে থাকায় মানুষের মনে এমন চাপ তৈরি হতে পারে যে, তাঁকে বাধ্য হয়েই 'বন্দে মাতরম' গাইতে হবে। তিনি সংবিধানের ১৪, ১৫(১), ১৯(১)(এ), ২১ এবং ২৫(১) অনুচ্ছেদের অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগও তুলেছেন।

সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, 'বন্দে মাতরম'-ই দেশের জাতীয় গান। তা নিয়ে আদালতের বলার কিছু নেই। তবে, কেউ যদি গানটি না গান, তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা বা শাস্তিমূলক পদক্ষেপ সংবিধানের ২৫ ও ২৬ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে কি না, আদালত কেবল সেই দিকটিই খতিয়ে দেখবে।

শুনানির সময় এই নিয়ে কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার সঙ্গে কৃষ্ণের আইনজীবী এস মুরলিধরের বাদানুবাদও হয়। 'নকশাল' প্রসঙ্গ তুলে মেহতার মন্তব্যে আপত্তি জানান মুরলিধর। মেহতা অবশ্য সেই মন্তব্য প্রত্যাহার করতে রাজি হননি।

এদিন কেন্দ্রের বক্তব্য জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। দু'সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। তবে আদালত এখনও এই মামলায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়নি।

পুলিশ সেজে দিল্লিতে কিশোরীকে গণধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩ অভিযুক্তই

দিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর— পুলিশ পরিচয় দিয়ে ১৭ বছরের এক কিশোরীকে গণধর্ষণের অভিযোগে ৩ অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করল দিল্লি পুলিশ। মঙ্গলবার ভোরে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ের পর ধরা পড়েন অন্যতম অভিযুক্ত আসিফ। পরে গ্রেপ্তার করা হয় হেমন্ত ও মুকেশকে। পুলিশ সূত্রে খবর, হেমন্ত ও মুকেশ দুই ভাই। হেমন্ত আইনের স্নাতক, আর মুকেশ কলেজের ছাত্র।

ঘটনাটি ঘটে সোমবার সন্ধ্যায় কালকাজি মন্দিরের কাছে আস্থা কুঞ্জ পার্কে। পুলিশ সূত্রে খবর, ১৭ বছরের ওই কিশোরী এক নাবালক বন্ধুর সঙ্গে কালকাজি মন্দিরে পুজো দিতে যায়। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ পুজো সেরে দু'জনে পার্কে গিয়ে বসে। অভিযোগ, সেই সময় ৩ যুবক নিজেদের পুলিশকর্মী পরিচয় দিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। কেন তাঁরা পার্কে এসেছেন তা জানতে চেয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানোর পর ৩ জন মিলে কিশোরীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

রাত পৌনে ৯টা নাগাদ পিসিআর কলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। কিশোরীর ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয় এবং তাঁর বয়ান নেওয়া হয়। সেই বয়ানের ভিত্তিতে পকসো আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়। পার্কের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার চেষ্টা শুরু করেন তদন্তকারীরা। মঙ্গলবার ভোরে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির অমর কলোনিতে ডিএম অফিস রোডের কাছে আসিফের সন্ধান মেলে। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁকে ধরতে গেলে আসিফ পুলিশকে লক্ষ্য করে তিন রাউন্ড গুলি চালান। বারবার আত্মসমর্পণ করতে বলা হলেও তিনি তা করেননি। পাল্টা আত্মরক্ষায় পুলিশ দু'রাউন্ড গুলি চালায়। সেই সময় এক পুলিশকর্মীর বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটে গুলি লাগে।

২১ লক্ষ বই খতিয়ে নষ্ট করা হল ৫ হাজার দেশবিরোধী বই

জম্মু, ২২ সেপ্টেম্বর— 'আপত্তিকর' 'আপত্তিকর' এবং 'দেশবিরোধী' বিষয়বস্তু রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন পাঠাগার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বই পরীক্ষা শুরু করেছে প্রশাসন। সরকারি হিসাবে, এখনও পর্যন্ত ২১ লক্ষ ৮০ হাজারেরও বেশি বই খতিয়ে দেখা হয়েছে। এর মধ্যে ৪,২৪৯টি বইকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিধানসভায় সরকারের দেওয়া লিখিত জবাবে এই তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে।

সরকারের বক্তব্য, বইগুলির মধ্যে এমন কিছু বিষয়বস্তু পাওয়া গিয়েছে, যা বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবধারা, সন্ত্রাসবাদ, হিংসাত্মক চরমপন্থা বা দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার পরিপন্থী ধারণাকে উৎসাহিত করতে পারে। সেই কারণেই সংশ্লিষ্ট বইগুলি পাঠাগার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাখা হবে কি না, তা নিয়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। জুলাই মাসে জম্মু-কাশ্মীরের স্কুল শিক্ষা দফতর সরকারি ও স্বীকৃত বেসরকারি স্কুল এবং কোচিং প্রতিষ্ঠানগুলিকে বই ও অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রী পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিল।বই পরীক্ষা ঘিরে অবশ্য বিতর্কও তৈরি হয়েছে। সমালোচকদের বক্তব্য, কাশ্মীরের ইতিহাস, রাজনীতি ও সংঘাত নিয়ে লেখা বইয়ে বিভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকতেই পারে। কোনও বইয়ে বিতর্কিত বক্তব্য থাকলেই তা সরিয়ে দিলে পড়াশোনা ও মতপ্রকাশের পরিসর সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

অন্যদিকে প্রশাসনের বক্তব্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠাগারে এমন কোনও বই থাকা উচিত নয়, যা আইনবিরোধী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচারকে উৎসাহিত করে।এর আগে চলতি বছরেই দু'টি বই নিয়ে বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। 'পার্সোনালিটিজ অ্যান্ড লেজেন্ডস অব জে অ্যান্ড কে' এবং 'গ্রেট পার্সোনালিটিজ অব জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর' নামে ওই দু'টি বই সরকারি স্কুলের পাঠাগারের জন্য কেনা হয়েছিল। পরে প্রশাসনের অভিযোগ ওঠে, বইগুলিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ও জঙ্গিদের মহিমান্বিত করা হয়েছে। বই দু'টি প্রত্যাহারের পাশাপাশি আট জন শিক্ষা দফতরের আধিকারিককে সাসপেন্ড করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এখানেই শেষ নয়। ২০২৫ সালের অগস্টে জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন ২৫টি বই বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই তালিকায় এজি নুরানি, অরুন্ধতী রায়, সুমন্ত্র বসু এবং ক্রিস্টোফার স্নেডেনের মতো লেখকদের বইও ছিল। প্রশাসনের অভিযোগ ছিল, ওই বইগুলিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবধারা ও ভারতের বিরুদ্ধে 'ভুল বয়ান' প্রচার করা হয়েছে।

ফলে নতুন করে বই পরীক্ষা ও প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে ঘিরে জম্মু-কাশ্মীরে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শিক্ষাক্ষেত্রে বই নির্বাচনের নীতি এবং জাতীয় নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে বিতর্ক আরও জোরালো হয়েছে।

পিনারাইয়ের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

তিরুবন্তপুরম, ২২ সেপ্টেম্বর— কেরলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, তাঁর মেয়ে টি বীণা এবং জামাই তথা প্রাক্তন মন্ত্রী পি এ মহম্মদ রিয়াসের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। কোচিন মিনারেলস অ্যান্ড রুটাইল লিমিটেড (সিএমআরএল)-এর সঙ্গে বীণার সংস্থা এক্সালজিক সলিউশনের আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র

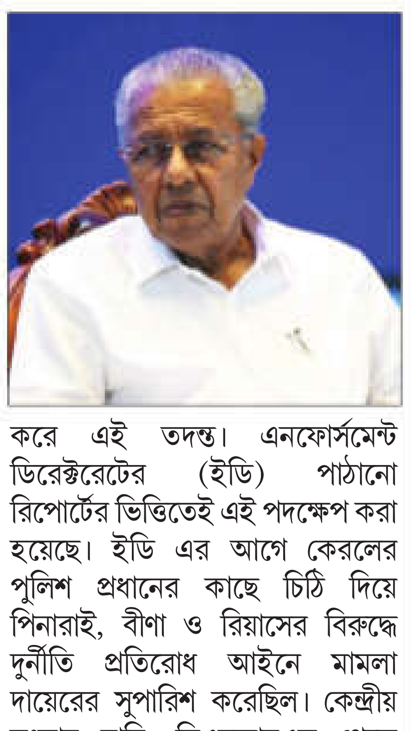

করে এই তদন্ত। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) পাঠানো রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। ইডি এর আগে কেরলের পুলিশ প্রধানের কাছে চিঠি দিয়ে পিনারাই, বীণা ও রিয়াসের বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়েরের সুপারিশ করেছিল। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, সিএমআরএল থেকে বীণার সংস্থার কাছে অর্থ দেওয়ার ঘটনায় অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে। ইডির রিপোর্টে প্রায় ৩.২৮ কোটি টাকার লেনদেনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার প্রথমে বিষয়টি নিয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেলের মতামত চেয়েছিল। আইনি পরামর্শ পাওয়ার পর পুলিশকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

'লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি' কমিশনের কাছে জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট

দিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর— দিল্লির ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের কাছে একাধিক প্রশ্নের জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট। বিশেষ করে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি' বা তথ্যগত অসংগতির ভিত্তিতে বিপুল সংখ্যক ভোটারকে কেন নোটিস পাঠানো হচ্ছে, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা চেয়েছে শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি, পুরো প্রক্রিয়া নিয়ে কমিশনকে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দিল্লিতে এসআইআর-এর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর প্রায় ৪৭.৬ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে। অন্য দিকে, প্রায় ৩৩.১৩ লক্ষ ভোটারকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একটি বড় অংশকে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি' বা আগের ভোটার তালিকার সঙ্গে বর্তমান তথ্যের অসঙ্গতির কারণে চিহ্নিত করা হয়েছে। কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই ধরনের অসংগতির মধ্যে নিজের নাম, বাবা-মায়ের নাম বা আগের ভোটার তালিকার সঙ্গে তথ্যের মিল না থাকার মতো বিষয় রয়েছে।

মামলাকারীদের অভিযোগ, বহু ক্ষেত্রে নোটিসে অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করা হলেও ঠিক কোন তথ্যের সঙ্গে বর্তমান তথ্য মিলছে না, তা স্পষ্ট করা হচ্ছে না। ফলে ভোটারদের প্রয়োজনীয় নথি জোগাড় করে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাঁদের আরও প্রশ্ন, যাঁরা ইতিমধ্যেই গণনাপত্র জমা দিয়েছেন এবং পরিচয় ও ঠিকানার প্রমাণ দিয়েছেন, তাঁদের আবার অতিরিক্ত নথি চাওয়া হচ্ছে কেন। শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানতে

চেয়েছে, এত বিপুল সংখ্যক নোটিস কী ভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং সেগুলি প্রায় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাঠানো হচ্ছে কি না। আদালত কমিশনকে আরও কিছু সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেছে।

এদিকে কমিশনের বক্তব্য, নোটিস পাওয়া মানেই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া নয়। সংশ্লিষ্ট ভোটারকে প্রয়োজনীয় নথি দিয়ে নির্বাচন আধিকারিকের কাছে জবাব দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। শুনানি ও নথি যাচাইয়ের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কমিশনের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ২৯ অক্টোবরের মধ্যে নোটিস সংক্রান্ত প্রক্রিয়া শেষ করে ৪ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার কথা।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক | pnb punjab national bank

অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
অ্যাপেন্ডিক্স-IV (রুল-৮(১) দেখুন)

সার্কল অফিস এসএএম ডিপার্টমেন্ট ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড়ের কাছে, পোঃ বারুইপুর, কলকাতা-৭০০ ১৪৪

যেহেতু ঃ
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং আইনের ধারা ১৩ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট ...

... পরিসরের চারদিকের পরিসীমা নিম্নলিখিতমতো ঃ উত্তরে ঃ ৬ ফুট চওড়া কংক্রিট পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণে ঃ অনাথবন্ধু হালদারের দোকান, পূর্বে ঃ একই মালিকের খালি জমি, পশ্চিমে ঃ রাম হালদারের একতলা দোকান।

তারিখ ঃ ২২.০৯.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান ঃ রায়দীঘি — পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

বैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত জোন

গাড়ির ই-অকশন বিক্রয়

ই-অকশন আয়োজিত হবে ০৯.১০.২০২৬

হাইপোথেকেটেড (গাড়ি) সম্পদসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি মারফত এতদ্বারা বিশেষত ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে এবং জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, ... ০৯.১০.২০২৬ তারিখে গাড়িটি বিক্রয়ের জন্য রাখা হবে। ওয়েবসাইট https://baanknet.com/eauction-psb-এর মাধ্যমে বেলা ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত অনলাইন ই-অকশন/বিডিং আয়োজিত হবে। ... "যেখানে যেমন আছে", "যা কিছু যেমনভাবে আছে" এবং "সেখানে যা আছে ভিত্তিতে" গাড়ি বিক্রয় করা হবে। ...

ক্রঃ নং	শাখা / ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা / যে তারিখে (২৮.১১.২০২৪) বকেয়া পরিমাণ	গাড়ির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য / বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) / বিড ইনক্রিমেন্ট মূল্যমান	পার্কিং ইয়ার্ডের বিবরণ
১.	কল্যাণী শাখা; ঋণগ্রহীতা ঃ মিসেস চামেলি দাস সরকার; ঠিকানা ঃ স্বামী বাপ্পা দাস, বি-১৮/১৬২ কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২৩৫; মোট বকেয়া পরিমাণ ৪,৯৭,২১৯.৬৬ টাকা ২৮.১১.২০২৪ তারিখে তৎসহ তার ওপর পুনরায় ধার্য সুদ এবং ব্যয়সমূহ	মেক - মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিঃ; মডেলের নাম - বেলিনো; ইঞ্জিন নং - কে১২এনপি৭০৪৩৭৬৪; চেসিস নং - এমবিএইচএইচডব্লুবি১৩এসএনডি১৪৭৩২৩; রেজিস্টার্ড নম্বর - ডব্লুবি৯০এইচ৯১১৫	২,২৯,০০০ টাকা / ২২,৯০০ টাকা / ১০,০০০ টাকা	ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বারাসাত জোনাল অফিস পরিসরের গ্যারাজ এরিয়াতে, ডিডি-২, সেক্টর ১, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৬৪, সিটি সেন্টার-১ এর কাছে

গাড়ি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় ঃ ২৫.০৯.২০২৬ তারিখে বেলা ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা পর্যন্ত, পার্কিং ইয়ার্ডে
ইএমডি জমার শেষ তারিখ ঃ ০৯.১০.২০২৬ তারিখে বিকাল ৪.৪৫ মিনিট পর্যন্ত

নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ
(১) ওয়েবসাইট/ই-অকশন পোর্টাল https://baanknet.com/eauction-psb/-এর মাধ্যমে "যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে" এবং "যা কিছু যেমনভাবে আছে ভিত্তিতে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে" অনলাইন ইলেক্ট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়াতে কেবলমাত্র অকশন সেল/বিডিং করা হবে।
(২) অকশনের তারিখের পর্যাপ্ত সময় আগে থাকতে BAANKNET দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথিপত্র এবং রেজিস্ট্রেশন ফি জমা করে বিডারদের নিজেদের BAANKNET-এ রেজিস্টার করতে হবে।
(৩) প্রতি ১০ মিনিটের অটো-এক্সটেনসন সমেত আলোচ্য সম্পত্তির ই-অকশনের তারিখ ও সময় হল ০৯.১০.২০২৬-এ বেলা ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা পর্যন্ত। ইএমডি জমার শেষ তারিখ হল ০৯.১০.২০২৬-এ বিকাল ৪.৪৫ মিনিট পর্যন্ত। সংরক্ষিত মূল্য এবং প্রথম ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালুর ভিত্তিতে অকশন শুরু হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং প্রথম ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালুর নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না।
(৪) আগ্রহী বিডারকে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস আকারে https://baanknet.com/eauction-psb/-এ BAANKNET দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি ...

স্থান ঃ কলকাতা, সল্ট লেক — স্বাঃ অনুমোদিত অফিসার
তারিখ ঃ ২২.০৯.২০২৬ — ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া